আরণ্যক শবর জনজাতির জীবন ও সংস্কৃতি

মৃণাল চন্দ্র হালদার

এশিয়াটিক কোলগোষ্ঠীভুক্ত একটি প্রাচীন জাতি হল শবর জনজাতি। সুপ্রাচীন কা এদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে; যে আরণ্যক সংস্কৃতি এরা পরম্পরায় বয়ে চলেছে কাল থেকে কালান্তরে, সেই অর্থে এদের কোন লিখিত পুঁথি বা লিখিত বিধান নেই যার সাহায্যে উত্তরপুরুষ ঋদ্ধ হতে পারে। এই প্রাচীন উপজাতিটি অলিখিত যে সমস্ত বিধান রয়েছে তা সম্পূর্ণ গোষ্ঠী বা বংশ পরম্পরায়। এইভাবে রামায়ণ-মহাভারতের যু থেকে আজ পর্যন্ত শবররা মুখে মুখে তাদের বন্য সংস্কৃতি ধরে রেখেছে কিংবা বহন করে চলেছে উত্তরাধিকারসূত্রে।

শবর জনজাতির উৎস সন্ধানে :

শবররা বৃহত্তর কোলগোষ্ঠীভুক্ত একটি আদিম উপজাতি। আদিম ও বন্য হলেও একটি সংক্ষিপ্ত ও প্রাচীন ইতিহাস এদের আছে। মহাভারতের জরা শবর বা জরা ব্যাধ এদেরই পূর্বসূরি ও পৌরাণিক পুরুষ। এই জরা শবরের সঙ্গে রামায়ণের বালি পুত্র অঙ্গদের এক পৌরাণিক যোগসুত্র রয়েছে। আবার জরার পুত্র বসু শবরের সঙ্গে তার উপাস্য দেবতা নীলমাধবের যোগ খুঁজে পাওয়া যায়। নীলমাধব হলেন বসু শবরের উপাস্য। আর এই পাথর পূজিত উপাস্যকে নিয়ে সংঘর্ষ বাধে পুরীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের সঙ্গে ব্যাধ বসু শবরের। এর পিছনে অবশ্য সক্রিয় ছিল এক অলিখিত অথচ অনিবার্যভাবে পালনীয় দৈববাণী। অরণ্যচর বসু সবরের আরাধ্য নীলমাধবকে পুরীর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এককথায় পুরীর মন্দির নির্মাণে শবরদের সাহায্য চাই। রক্তপাত, অশ্রুপাত, মুণ্ডপাত হয় বৃষ্টিপাতের মতো। যার পথ ধরে রচিত হয় ইতিহাসের এক কিংবদন্তী। যে কিংবদন্তী সব শ্রেণির মানুষের কাছে আজও বহমান।

মহাভারত মহাকাব্যের গণ্ডি ছেড়ে শবর উপজাতিটি ঢুকে পড়ে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খন্ডের নায়ক কালকেতু হলেন এই শবর উপজাতির পরবর্তী সময় অর্থাৎ মধ্যযুগীয় যুগবিভাজনের আরণ্যক মঞ্চের আরেক নায়ক। এখানেই শেষ নয়। এই শবর বা ব্যাধ উপজাতিটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম নিদর্শন চর্যাপদেও স্থান করে নিয়েছে। যে সিদ্ধাচার্যগণ চর্যাপদ রচনার সঙ্গে যু ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম এক সিদ্ধাচার্য হলেন শবর পাদ। শবর পাদ রচিত দু

গানের সন্ধান মেলে। শবরপাদ রচিত ২৮ সংখ্যক ও ৫০ সংখ্যক গান বা পদ দুটি শবরদের মুক্ত জীবনছন্দের পরিচয় দেয়।

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী। (২৭৮ নং)

তাহলে মহাভারতের যুগ থেকে চর্যাপদ পর্যন্ত দীর্ঘসময়ের ধূসর পাণ্ডুলিপি সন্ধান করে শবরদের ঠিকুজি কুষ্ঠি আরণ্যক ইতিহাস খানিকটা খুঁজে পাওয়া গেল, যা থেকে আমরা সুস্পষ্ট বুঝলাম শবর উপজাতিটি আপাদমস্তক বন্য হলেও প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত এদের একটা প্রামাণিক অস্তিত্বের ইতিহাস রয়েছে। আর এই আরণ্যক শবর পালার ইতিহাসের যুগ বিভাজনের স্তরে স্তরে এদের লোকায়ত সাংস্কৃতিক ধারাটি সচল রয়েছে অনিবার্য ভাবে।

ব্যাধ শবর জনজাতির সামাজিক জীবনে লোকাচার :

জন্ম মৃত্যু বিবাহ ঘিরে এরা নানা লোকাচার পালন করে থাকে। আমরা জানতে পারি তাদের সংস্কৃতির নানান কথা।

জন্ম কেন্দ্রিক লোকাচার :

প্রসবকালে শবর রমণীকে আলাদা একটি কাপড়ের টোনা বা আঁতুড় বানানো হয়। এখানে তারা সন্তান প্রসব করে থাকে। প্রসবের সময়কাল উপস্থিত হলে পল্লীর ধাইমা সে বাড়িতে উপস্থিত হয় এবং যাবতীয় ব্যবস্থাদি নিয়ে থাকে।

(ক) প্রথম থেকে একটি আগুন পাত্র আঁতুড় ঘরে রাখা হয়।

(খ) আঁতুড়ের একধারে ঝাঁড়া, লৌহদণ্ড ও একটি হেঁতাল দণ্ড রাখা হয়।

(গ) জননী ও সন্তানকে সুস্থ রাখতে উভয়ের হাতে ডোমরা (মাদুলি) বাধা হয়। এদের বিশ্বাস তাহলে চিড়কিন (প্রেত) ক্ষতি করতে পারে না।

(ঘ) এইসময় নয়দিন প্রসূতি শুকনো খাবার খেয়ে থাকে। তবে বন্য শবর জননীর কাছে এ সময় মকাই সিদ্ধ ছাড়া খুব ভালো খাদ্য বোধহয় আর জোটে না।

(ঙ) আঁতুড়ঘরেই ধাইমা বাঁশের চেঁচাড়ি দিয়ে সদ্যোজাত শিশুর নাড়ি কেটে দেয়। আর এসময় গ্রামের মুখিয়া (প্রধান) কিংবা বোষ্টম এসে শিশুর নামকরণ করেন।

মৃত্যু কেন্দ্রিক লোকাচার :

মৃত্যুর পর শবররা নানা লোকাচার বা বিশ্বাস পালন করে থাকে। যেমন—

(ক) মৃত ব্যক্তিকে এরা দাহীতে (শ্মশানে) নিয়ে যায়। এখানে এরা মৃতের দাহ করে।

(খ) মৃত ব্যক্তির দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা বা কড়ে আঙ্গুলটি কেটে একটি নতুন ঘটে রাখা হয়।

(গ) শবররা গঙ্গাদেবীকে খুব বিশ্বাস করে। তাই কোন সময় পরিবারের কেউ গঙ্গার কাছাকাছি গেলে ঘটে রাখা ওই আঙ্গুলটি ঘট সমেত নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

(ঘ) ছোটো ছেলে মৃত পিতা বা মাতার মুখাগ্নি করে। উত্তর দিকে মাথা রেখে মৃত ব্যক্তিকে দাহ করে শবররা।

(ঙ) দশ দিন অশৌচ পালন করে শবররা। দশ দিন পর নাপিত এসে অশৌচ কাটা করে।

(চ) শবররা আত্মায় বিশ্বাস করে। এদের বিশ্বাস ওই দশদিন মৃত ব্যক্তির আত্মা ঘরের চারপাশে অবস্থান করে।

(ছ) এদের শ্মশান এবং শ্রাদ্ধে কোন ব্রাহ্মণ নেই। বোষ্টম এ সময় সমস্ত কাজ করে থাকে।

(জ) তবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুখিয়ারা একটা মুখ্য ভূমিকায় থাকে। তিনি পল্লীর সকল মানুষকে এ কাজে যুক্ত হতে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে।

বিবাহ কেন্দ্রিক লোকাচার :

বিবাহকে ঘিরে শবররা নানা লোকাচার পালন করে থাকে। যেমন--

(ক) শবর জনজাতির বিয়েতে কন্যা পণ প্রচলিত। এখনো পর্যন্ত কন্যার গুণাগুণের ওপর নির্ভর করে এই পণ নির্ধারিত হয়। ৫১ টাকা থেকে ২০১ টাকা পর্যন্ত এই পণ ঘোরাফেরা করতে পারে।

(খ) বর কনের বাড়িতে বিয়ে করতে যায়। এসময় কনের মায়ের হাতে এই পণের টাকা দিতে হয়।

(গ) এখানে বিয়েতে কোন ব্রাহ্মণ নেই। বোষ্টমই সমস্ত মাঙ্গলিক কাজ সম্পন্ন করেন।

(ঘ) ছামড়াতলা : ছামড়াতলায় বরকে বসানো হয়। এখানে বিয়ের সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়।

বিবাহোত্তর কয়েকটি মাঙ্গলিক ক্রিয়াচার :

১) আকাইপুকুর : বরের বাড়িতে এই আকাইপুকুর কাটা হয়। উঠানের এক ধারে ছোটো একটি পুকুরের মতো করা হয়। সেখানে জল ঢেলে দেওয়া হয়। এই পুকুরে বর ও বধূ যাঁতি খেলা করে থাকে।

২) আখর দান : শবরদের বিবাহকেন্দ্রিক একটি স্মরণীয় লোকাচার হল আখরদান। আখরদান হল নব বর-বধূকে আশীর্বাদ দানের একটি লোক-বিশ্বাস। স্নান সেরে নব বর-বধূ আশীর্বাদের আসরে বসলে প্রথমে বরের মা আশীর্বাদ করে। তারপর একে একে গুরুজনেরা তাদের আশীর্বাদ করে থাকেন।

৩) বউ চুমানো : নববধূর মুখে ভাত দেওয়ার যে অনুষ্ঠান তা হলে বউচুমানো। রান্নার পর সমস্ত তরিতরকারী ছুঁয়ে দেয় নববধূ। এরপর নব বধূ অন্ন গ্রহণ করলে নিমন্ত্রিতরা সবাই অন্ন গ্রহণ করে থাকে। এরপর একটি বড় ঘটে আম্রপল্লব দিয়ে জল ঢেলে রাখা হয়। ঐ জলকে বলে আমজল। ভোজনের পরে সকলের মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়।

একটি জাতি বা মানব গোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবন বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা এক কথায় বলা খুব কঠিন। তবে যা যা ধারণ করে বা অবলম্বন করে ঐ জাতি বেঁচে থাকে বা জীবন ধারা সচল রাখে তার সামগ্রিক লোকাচার হল ঐ জাতির ধর্ম। প্রতিটি ধর্মের

এবং ধর্মীয় জীবনের তিনটি অভিমুখ থাকে : সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও পার্বণিক। শবরদের সামাজিক জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র পূর্বে তুলে ধরা গেছে। এখন আধ্যাত্মিক ও পার্বণিক এই দুইটি দিকের কথা তুলে ধরলে শবর জনজাতির ধর্মীয় জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে।

ক। আধ্যাত্মিক জীবন :

শবরদের আধ্যাত্মিক জীবন ঘিরে যে যে দেবতা ও দেবীর ভূমিকা মুখ্য তাঁরা হলেন : বড়াম, গরাম, বারিকইন্যা ইত্যাদি।

বড়াম : বড়াম হল শবরদের মুখ্য বা প্রধান দেবতা। মকর পরবের সময় এরা এই দেবতার ঘটা করে পূজা দিয়ে থাকে। এদের পূজারী হলেন দিহরী। সম্ভবত, দেব-প্রহরী থেকে দেহরী শব্দটি এসেছে। দেবপ্রহরী < দেহরী/দিহরী। যিনি দেবতা বা দেবীর পাহারা দেন। মকর পরবের ৭ দিন আগে থেকে পল্লীর মুখিয়া দিহরীকে নিমন্ত্রণ করে আসেন। একটি বৃহৎ পাথরকে বড়াম হিসেবে পূজা করে থাকেন দিহরী। মন্ত্র পাঠ তেমন নেই। পাথরের গায়ে তিনটি সিঁদুরের টিপ দিয়ে কয়েকটি কথা মাত্র। এরপর দিহরীর নিবেদন :

হে বড়াম দেবতা!
তোর ঠেঁ এই যা কিছু
মোরা শবর পুত কো
হিনছিন হয়য়্যা আন্‌ছি।
লিয়ে লাও গো।

বড়াম থান মাটির হাতি বা ঘোড়া প্রদান করা হয়। যারা মানসিক করে তারা দিয়ে থাকে। বড়াম থানে বলির প্রথা রয়েছে। সাধারণতঃ পায়রা ও মোরগ বলি দেওয়া হয়। আগে মানুষ বলির প্রথা ছিল।

গরাম দেবতা : শবরদের পল্লী বা গাঁয়ের দেবতা হল গরাম দেবতা। গ্রাম > গরাম। অর্থাৎ গ্রাম বা গাঁইয়ের দেবতা, মকর সংক্রান্তির দিন বড়ামের সঙ্গে গরাম দেবতার পূজা দিয়ে থাকেন শবররা। পাথরের মধ্যে শবরদের দেব অস্তিত্বের কল্পনা। শাল বৃক্ষকেও এরা দেবতা জ্ঞানে পূজো করে থাকে।

শবরদের পার্বণিক জীবনে ধর্মীয় ভাবনাঃ

প্রতিটি জাতির অস্তিত্বের সন্ধানে মেলে তাদের নিজ নিজ পাল-পার্বণের দর্পণে। মকর পরব হল শবরদের মুখ্য পরব। পৌষ-সংক্রান্তিতে এই পরব পালন করে শবর উপজাতি। শবরদের জাতীয় পরব হল মকর পরব। মকর ছাড়া আরো দুটি পরব এরা পালন করে। টুসু ও করম পরব। যদিও এ পরব দুটি এদের নয়। তবে অন্যান্য জনজাতির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাসের ফলে এরা এ দুটি পরব গ্রহণ করেছে।

মকর : মকর হল শবরদের জাতীয় পরব। পৌষ সংক্রান্তির দিন এই পরব পালন করে থাকে এরা। পরবের ৭ দিন পূর্বে পল্লীর মুখিয়া(প্রধান) এই পরবের আয়োজনের উদ্যোগে নিয়ে থাকেন। প্রথমে নিমন্ত্রণ করেন পূজারিকে। এদের পূজারী হলেন দিহরী। পরবের দিন খুব ভোর বেলা গ্রামের কুমারী মেয়েরা বড়াম থানটি ভালোভাবে নিকিয়ে ফেলে এরপর দিহরীর সঙ্গে সঙ্গে আমজল ছিটিয়ে জঙ্গলের দিকে যাত্রা করে। দিহরী এ সময় স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরে পল্লীর বলিষ্ঠ কোনো যুবককে সাথে নিয়ে জঙ্গলে যান। ঐ যুবক এক কোপে একটি শালের ডাল কেটে দিহরীর সঙ্গে সঙ্গে বড়াম থানে ফিরতে থাকে। এ সময় ঐ কুমারী মেয়ের দল আমজল ছিটাতে থাকে। থানে পৌঁছে ঐ ডালটি পুঁতে দেওয়া হয়। ওইদিন সন্ধ্যে বেলা বড়াম থানে পূজা পাঠ হয়। পূজার শেষে এরা সারারাত ধরে পিঠেপুলি করে। তারপর হাড়িয়ার বুঁদ হয়ে শুরু করে নাচগান।

চাঙনাচ : এ সময় চাঙ বাজিয়ে এরা চাঙ নৃত্য শুরু করে। সঙ্গে থাকে মকর পরবের গান। দু'একটি গানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা গেলো-

।১। দিগ্‌দা দিদাং মক্কর পরুবেঁ
তুর গুঁড়ি কুঁট্যে মরুদে
আন্‌ধার ঘর‍্যে ছোঁচ্‌গুলিন তুর
ভাস্যুর বল্যেঁ জানিনে।।

মান্যচলিত বাংলা :

দিগ্‌দা দিদাং মকর পরবে
তোর গুঁড়ো কোটে মরদে (স্বামী)
আঁধার ঘরে আলপনা তোর
ভাসুর বলে জানিনে।।

।২। দিঘি ঘাট্‌কে লাইতে গেঁলু
চাব্যি খানি যায় পুড়ে
কেঁ আছ মর ভাইল্যোবাস্যা
চব্যি খানি দাও গুড়ে।

মান্য চলিত বাংলা :

দিঘির ঘাটে নাইতে (স্নান) গেলাম
চাবি খানি যায় পড়ে
কে আছো মোর ভালোবাসা
চাবিখানি দাও গুড়ে। (গুড়িয়ে))।।

টুসুপরব : আদিবাসীদের জীবন ঘিরে নানা পরব ঋতুভিত্তিক আবর্তিত হয়। শবরদের জীবন জঙ্গল আশ্রিত জীবন। জঙ্গলে শিকার করেই এরা বেঁচে বর্তে থেকে এসেছে

এতো কাল। এদের চাষবাস নেই। অন্যের খেতে সংসারে এরা নামাল দেয় অর্থাৎ হাল-লাঙল করে। টুসু হল নতুন শস্য ঘরে তোলার উৎসব। অন্যের দেখাদেখি এরাও এই পরব পালন করছে এখন। মকর সংক্রান্তির আগের আগের দিন সন্ধ্যা বেলা এই পরব পালন করে এরা। মূলতঃ শবর মেয়েরা এই টুসু পরব পালন করে। টুসুকে এরা কন্যা বা মেয়ে রূপে দেখে থাকে। পরবের দিন সকালবেলা মাঠ থেকে সোনালী ধানের কয়েকটি শিস ও এক সরা মাটি নিয়ে আসে। ঘরে থাকে একটি নতুন সরা। নিকানো ঘরের কোণে ঐ সরাটি নতুন মাটির উপর স্থাপন করা হয়। শিস থেকে ধান ছড়ে নিয়ে ঐ ধান সরাটিতে রাখা হয়। মাটির পুতুলটি ঐ ধানের সরার উপর বসানো হয়। এরপর লাল সুতো, দূর্বা, ধান, বুনো ফল-ফুল দিয়ে শবর মেয়েরা টুসুকে আরাধনা করে। সারারাত ধরে পিঠে পুলি আর টুসুর গানে এরা বুঁদ হয়ে যায়।

কয়েকটি গান :

১। ঝিরাঝিরা বহনে নদীর জল
কুন ঘাট্যে সিনাবি টুসু বল
ঝিরা ঝিরা বহনে নদীর জল।।

মান্য চলিত বাংলা :

ঝিরিঝিরি বইছে নদীর জল
কোন ঘাটে স্নান করবি টুসু বল
ঝিরি ঝিরি বইছে নদীর জল।।

সারারাত নাচগানের পর ভোরবেলা মেয়েরা ঐ সরাটি মাথায় নিয়ে নৃত্য-গীত সহকারে বেরিয়ে পড়ে। কাছাকাছি কোনো নদী বা জলাশয়ে তারা টুসুকে ভাসিয়ে দেয়। এসময় মেয়েরা ভাসানের গান গাইতে থাকে-

১। টুস্যুর ভাইস্যানে-
ধিক্যা ধিক্যা পান (প্রাণ) কানদে উঠে।
ও পান জুড়াবো হে কাইর কাছে।।

মান্য চলিত বাংলা :

টুসুর ভাসানে গো
ধিকি ধিকি প্রাণ কেঁদে ওঠে।
প্রাণ জুড়াবো কার কাছে।
ধিকিধিকি প্রাণ কেঁদে ওঠে।।

আলোচ্য প্রবন্ধটিতে শবরদের উৎপত্তিগত ইতিহাস, প্রাচীনের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত তাদের অস্তিত্বের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, সেই সঙ্গে এদের সামাজিক-ধর্মীয় এবং পার্বণিক জীবনের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। একটা প্রাচীন জনজাতির গোটা জীবনের ইতিকথা তুলে ধরা এই ক্ষুদ্রপরিসরে বড় কঠিন। এখানে শুধুমাত্র

আঁচড় কাটার চেষ্টা হয়েছে। পরবর্তীকালে কোনো লোকসংস্কৃতির গবেষক তাদের লোক-সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র তুলে ধরবেন এই আশা নিয়ে আমার কথা শেষ করি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ, আদিবাসী সমাজ ও পালাপার্বণ।
২। করণ, সুধীর কুমার, সীমান্ত বাঙলার লোকযান।
৩। চৌধুরী, অরুণ, হুল, তথ্যসংস্কৃতি বিভাগ, পঃবঃ সরকার।
৪। বেরা, নলিনী, শবরচরিত (১ম ও ২য় পর্ব)।
৫। বেরা, নলিনী, লোধাশবর লোককথা।
৬। ভৌমিক, সরিতা, পরবের আঙিনায়।